দৈনিক বাংলা

(৪৩)

তারিখ 27.6.85
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

027

এসএসসি'তে পাসফেল

দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে গৃহীত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে গত শনিবার এবং আমাদের শিক্ষা ও সমাজজীবনে প্রত্যাশিত আনন্দ-বেদনার ঢেউ তুলেছে। এসএসসি পরীক্ষা আমাদের দেশের সবচাইতে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিচার্য।

অন্যান্যবারের মত এবারও এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টে দেশের শিক্ষাপরিস্থিতি ও শিক্ষাঙ্গনের হাল প্রতিফলিত হয়েছে। সাদামাটাভাবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে যেসব তথ্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, (এক) এবারও পরীক্ষার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র অকৃতকার্য হয়েছে। চারটি বোর্ডের গড়পড়তা পাসের হার শতকরা ৪৫.২০। মোট দুই লক্ষ ৬৯ হাজার ৫শ ছাত্রের মধ্যে পাস করেছে মাত্র এক লক্ষ ২২ হাজার তিনশ জন। (দুই) এবারও প্রথম বিভাগে পাসের হার খুবই কম। প্রথম বিভাগে পাস করেছে ১৫,৭৯৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৩,৯১৭ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৪২,৬৫০ জন পরীক্ষার্থী। অথচ প্রথম বিভাগে যারা পাস করেছে তারা ছাড়া অন্যরা এইচএসসি'র পাঁচিল ডিঙিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ কিংবা কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবে এমন সম্ভাবনা নেই। (তিন) এসএসসি পরীক্ষায় এবারও চার বোর্ডের পাসের হার চার রকম। সর্বোচ্চ পাসের হার ৫২.২৪ এবং সর্বনিম্ন ৩৬.৫২ শতাংশ। অর্থাৎ একই মানের পাবলিক একজামিনেশনে চার রকম মাপকাঠিতে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা বিচার করা হচ্ছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী যে শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় ফেল করে সে ব্যবস্থা যে দেশের জন্যে কল্যাণকর নয় তা বলাই বাহুল্য। দেশে শিক্ষাদান ও পঠনপাঠন পদ্ধতি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানলাভের অনুকূল নয়, পাসের নিম্নহার সেকথাই উচ্চকণ্ঠে বলে দিচ্ছে। তৃতীয় এমনকি দ্বিতীয় বিভাগেও যারা পাস করে তীব্র ভর্তি প্রতিযোগিতার মধ্যে তাদের ভাগ্যও ফেলকরা ছাত্রদের তুলনায় বেশী ঈর্ষণীয় কিছু নয়।

এসএসসি পরীক্ষার-রেজাল্টের আরও একটি উদ্বেগজনক দিক হচ্ছে, সমমানের পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাইয়ে মাপকাঠির ভিন্নতা। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও মেধার যথার্থ যাচাইয়ের স্বার্থে সারাদেশে একই অভিন্ন প্রশ্নমালা ও খাতা দেখার অভিন্ন নিয়মনীতি অনুসারে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। চার বোর্ডে চার রকম পাসের হারে সমগ্র দেশের অভিন্ন বাস্তবতার প্রতিফলন নেই।

অন্যদিকে, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নিতান্ত সীমিত সংখ্যা একথাই প্রমাণ করে যে শিক্ষায়তনগুলি শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার ব্যাপারে খুব একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে না—হাতে গোনা কয়েকটি ভালো স্কুল ছাড়া অন্যান্য শিক্ষায়তনে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও শিক্ষার পরিবেশ মোটেও দক্ষ জনশক্তি গড়ার অনুকূল নয়। জন্মগতভাবে অথবা পরিবেশ গুণে যারা মেধাবী ও শিক্ষার ভালো সুযোগ পাচ্ছে শুধু তারাই ভালো করছে—সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনই উপেক্ষিত, অবহেলিত।

এসএসসি পরীক্ষাই অবশ্য শেষ কথা নয়। এরপর আবার আছে ভর্তি পরীক্ষা। যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের তো সব ল্যাঠাই চুকেছে। যারা পাস করেছে তাদের এখন ফিরতে হবে কলেজের দুয়ার থেকে দুয়ারে, বসতে হবে এক ভর্তি পরীক্ষা থেকে আরেক ভর্তি পরীক্ষায়। ভালো ভালো কলেজগুলি ভালো ছাত্র দিয়ে ভর্তি হয়ে যাবে, যারা ভালো ফল করেনি তাদের আবার পড়তে হবে পুরনো গোলকধাঁধায়।

এরকম একটা অবস্থা যে আদৌ বাঞ্ছিত বা স্বস্তিদায়ক নয়, সেকথা উল্লেখেরও প্রয়োজন নেই। এসএসসি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, ভালো ফল করেছে, তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই এবং সেই সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করি তাদের জন্যে যারা শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশের শিকার হয়ে এসএসসি পরীক্ষার স্তরেই শিক্ষাঙ্গনের বাইরে ছিটকে পড়েছে। চার বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল সরকার ও শিক্ষাব্রতীদের নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে, এটাই আমরা আশা করি।